

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শনিবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-39 21 November 2026 ◆ Saturday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



আদিংগিরি পাহাড়ে উচ্ছেদ অভিযান, দখলমুক্ত হচ্ছে ১৪ বিঘা জমি

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জমি পুনরুদ্ধারে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ

গুয়াহাটি : সরকারি জমি ও পাহাড়ের অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফের কড়া পদক্ষেপ অসম সরকারের। শনিবার গুয়াহাটির মালিগাঁও সংলগ্ন আদিংগিরি পাহাড়ে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৪ বিঘা দখল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিল কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে বেআইনি ভাবে নির্মিত একাধিক স্থাপনা সরিয়ে জমি দখলমুক্ত করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে সরকারি জমি ও বনভূমির অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান আরও জোরদার হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে শনিবারের এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিংগিরি



পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশ দীর্ঘদিন ধরে একদল দখলদারের কবলে রয়েছে বলে অভিযোগ। কোনও বৈধ অনুমতি ছাড়াই পাহাড়ের জমি দখল করে সেখানে একাধিক নির্মাণকাজ চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসার পরই জমি পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবার এক সার্কল অফিসারের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উচ্ছেদ অভিযান তদারকি করেন।

এদিকে, পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে মাটি কেটে জমির স্বাভাবিক চরিত্র বদলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। বন দফতরের কয়েকজন আধিকারিককে প্রভাবিত করে তাঁদের যোগসাজশে পাহাড় কাটার কাজ চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগকারীদের দাবি। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনের তরফেও এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, সরকারি জমি, পাহাড় ও বনভূমি জবরদখলমুক্ত করতে রাজ্যজুড়ে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন জেলায় অবৈধ দখল চিহ্নিত করে জমি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

বরপেটায় গাছে ধাক্কা মোটরসাইকেলের, দুই কিশোরের মৃত্যু

বরপেটা : অসমের বরপেটা জেলার বাঘবরের রূপাকুচি গ্রামে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। মৃতরা হলেন ইয়াসিন আলি (১৯) ও মাহুরউদ্দিন (১৭)। তাঁরা যথাক্রমে মেধিরতাড়ি ও পাহাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, জানিয়ার একটি বাণিজ্য মেলা থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাঁদের মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে একটি গাছে ধাক্কা মেরে পাশের খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অপরজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁরও।

স্থানীয়দের সন্দেহ, দুর্ঘটনার সময় তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তবে এ বিষয়ে সরকারি ভাবে কোনও নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। বরপেটা সদর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপের বিরুদ্ধে অভিষেকের 'জিরো এফআইআর'

কলকাতা: দুপুরে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হওয়ার পর শুক্রবার রাতে গিরিশ পার্ক থানাতেই বিজেপির তিন নেতার বিরুদ্ধে 'জিরো এফআইআর' দায়ের করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন সময়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন তিনি।



অভিষেকের আইনজীবী অর্ক নাগ সংবাদমাধ্যমে অভিযোগের বিষয়টি বিস্তারিত জানান। প্রায় দু'পাতার অভিযোগপত্রে বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের উদ্দেশে করা আপত্তিকর মন্তব্যের উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে এক শিখ পুলিশ আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'খলিস্তানি' মন্তব্যের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। অভিযোগ, এই মন্তব্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে। পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারের বিভিন্ন মন্তব্যও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন অভিষেক।

কাছাড়ে ২২ মেট্রিক টন ভর্তুকির সার বাজেয়াপ্ত পুলিশের

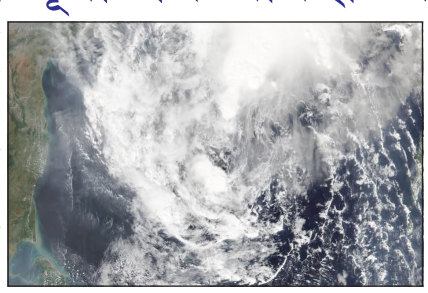
শিলচর : অসম থেকে পাচারের সময় কাছাড় জেলায় ২২ মেট্রিক টন ভর্তুকির সার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে এই অভিযানের ভিডিও প্রকাশ করে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের কৃষকদের জন্য বরাদ্দ ভর্তুকির সার অন্যত্র পাচারের চেষ্টা চলছিল। কাছাড় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেই বিপুল পরিমাণ সার আটক করে।



তিনি বলেন, প্রতিটি বস্তা রাজ্যের কৃষকদের জন্য বরাদ্দ। তাঁদের প্রাপ্য সার অন্যত্র সরিয়ে খোলা বাজারে বিক্রির চেষ্টা করলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে অভিযানের জন্য কাছাড় পুলিশকে প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভর্তুকির সার পাচারের সঙ্গে জড়িতদের উপর পুলিশ নজর রাখছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও তথ্য জানাননি।

ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে অসম-মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

গুয়াহাটি : ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে আগামী কয়েক দিন অসম ও মেঘালয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়টি দুর্বল হয়ে পড়লেও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সিকিমের কিছু জায়গাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওড়িশায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল, উপকূলীয়



অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম, কেরল, মাহে ও রায়লসীমায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। ২৬ নভেম্বর ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্নাটকের কয়েকটি এলাকায় ২৩ থেকে ২৬ নভেম্বর বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে, দিল্লি-সহ সংলগ্ন অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বাড়ছে। ২১ ও ২২ নভেম্বর আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও ২৩ নভেম্বর থেকে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা। তাপমাত্রা ১৩ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। পাশাপাশি হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি ও পাঞ্জাবে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশেও ২১ নভেম্বর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও রবিবার পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীভূমির সংঘর্ষে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ, ২৩ নভেম্বর বরাকজুড়ে কালো পতাকা কর্মসূচি

শিলচর : শ্রীভূমিতে দুর্গাপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে আগামী ২৩ নভেম্বর বরাক উপত্যকাজুড়ে কালো পতাকা প্রদর্শন ও 'কালা দিবস' পালনের ডাক দিল অল ইন্ডিয়া বেঙ্গলি রাইটস ফোরাম। পুলিশের বিরুদ্ধে বাঙালি সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ ও হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে সংগঠনটি।

ফোরামের দাবি, গত মাসে বিজয়া দশমীর দিন সংঘর্ষের পর পুলিশ বাঙালি সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে বেছে বেছে গ্রেফতার করে এবং তাঁদের উপর হেফাজতে নির্যাতন চালায়। অথচ ঘটনায় কথিত মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত ৩০ অক্টোবর রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিয়েও কোনও সন্তোষজনক পদক্ষেপ মেলেনি বলে অভিযোগ।

২৩ নভেম্বর বরাকের তিন জেলায় প্রতিবাদ কর্মসূচির পাশাপাশি ২৩ ও ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠাবে সংগঠনটি। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের শাস্তি এবং অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে তারা।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শনিবার, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

মাটির গভীরে ইতিহাসের শিক্ষা

চৈদেউ ও তলাতল ঘর আজও দেখায় নির্মাণের দর্শন

ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও প্রকৌশলবিদ্যার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল উজান অসমের আহোম স্থাপত্যে। চৈদেউয়ের মৈদাম থেকে শিবসাগরের তলাতল ঘর;প্রাচীন নির্মাণশৈলী শুধু অতীতের গৌরব নয়, আধুনিক নগর পরিকল্পনা ও পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যের জন্যও রেখে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

সভ্যতার অগ্রগতি মাপতে আমরা সাধারণত উঁচু অট্টালিকা, প্রশস্ত রাস্তা কিংবা বিশাল স্থাপত্যের দিকে তাকাই। কিন্তু কোনও সভ্যতার প্রকৃত গভীরতা সব সময় তার দৃশ্যমান নির্মাণে ধরা পড়ে না। অনেক সময় মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকে সেই সমাজের বিশ্বাস, জীবনদর্শন, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া চিন্তাভাবনা। উজান অসমের আহোম স্থাপত্য সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। চৈদেউয়ের মৈদাম এবং শিবসাগরের তলাতল ঘর কেবল ঐতিহাসিক স্থাপনা নয়, এগুলি প্রকৌশলবিদ্যা, পরিবেশচেতনা ও মানবিক দর্শনের এক অনন্য দলিল।

চৈদেউয়ের মৈদামগুলির দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে প্রকৃতির সঙ্গে স্থাপত্যের আশ্চর্য সহাবস্থান। আহোম রাজপরিবারের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে নির্মিত এই মৈদামগুলি দূর থেকে দেখতে অনেকটা সবুজে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের মতো। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার মধ্য দিয়ে এই স্থাপনাগুলির আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাচীন আহোম স্থপতিরা এমন এক সময়ে এই সমাধি নির্মাণ করেছিলেন, যখন আধুনিক নির্মাণপ্রযুক্তি কিংবা উন্নত যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব ছিল না। অথচ বর্ষার প্রবল বৃষ্টি, মাটির ক্ষয় এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখেই তাঁরা সমাধির অভ্যন্তরীণ কক্ষ ও বহিরাবরণ তৈরি করেছিলেন। বাঁকানো ইটের গম্বুজের ওপর মাটি, পাথর ও অন্যান্য উপকরণের স্তর বসিয়ে নির্মাণকে দৃঢ় করার চেষ্টা হয়েছিল।

এই স্থাপত্যের তাৎপর্য শুধু নির্মাণকৌশলে সীমাবদ্ধ নয়। রাজশক্তির স্মৃতি ধরে রাখার জন্য আকাশছোঁয়া স্তম্ভ কিংবা বিশাল পাথরের কাঠামো নির্মাণের পরিবর্তে আহোম স্থপতিরা এমন রূপ বেছে নিয়েছিলেন, যা আশপাশের প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের সঙ্গে মিশে যায়। যেন মানুষের স্মৃতি প্রকৃতির বাইরে আলাদা কোনও অস্তিত্ব নয়। প্রকৃতির মধ্যেই তার অবস্থান।

চৈদেউয়ের এই নির্মাণদর্শনের বিপরীতে শিবসাগরের তলাতল ঘর তুলে ধরে নিরাপত্তা, সামরিক কৌশল এবং অনিশ্চিত সময়ের মোকাবিলার এক ভিন্ন বাস্তবতা। আহোম রাজাদের এই প্রাসাদের ওপরের অংশ যতটা দৃশ্যমান, তার নিচের কাঠামো ততটাই বিস্ময়কর। মাটির নিচে একাধিক তল এবং গোপন সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব এই স্থাপনাকে ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছে। কথিত আছে, এই সুড়ঙ্গগুলির কয়েকটি দিকখৌ নদী এবং পুরনো রাজধানী গড়গাঁওয়ের দিকে বিস্তৃত ছিল।

নদীবিধৌত ও জলসিক্ত নরম মাটিতে এত গভীর ইটের কাঠামো তৈরি করা সহজ কাজ ছিল না। মাটির ভার বহনক্ষমতা, জল নিষ্কাশন এবং নির্মাণের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে উন্নত প্রকৌশলগত দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছিল। তলাতল ঘর তাই শুধু রাজকীয় আবাস কিংবা সামরিক স্থাপনা নয়, আহোমদের নির্মাণপ্রযুক্তি ও নিরাপত্তা-ভাবনারও পরিচায়ক।

এই দুই স্থাপত্যের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য থাকলেও তাদের অন্তর্নিহিত শিক্ষা একই সূত্রে বাঁধা। চৈদেউয়ের মৈদাম যেখানে স্মৃতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক, তলাতল ঘর সেখানে অনিশ্চয়তা ও বিপদের জন্য প্রস্তুতির নিদর্শন। একটির নির্মাণে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকার ভাবনা, অন্যটির পরিকল্পনায় নিরাপত্তা ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল। উভয় ক্ষেত্রেই নির্মাতারা নিজেদের সময়ের বাস্তবতা, পরিবেশ ও সীমাবদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আহোমদের নির্মাণব্যবস্থায় দায়িত্ববোধের বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক নির্মাণসংক্রান্ত বিবরণ ও প্রশাসনিক নথিতে স্থাপত্যের মাপজোক, উপকরণ এবং নির্মাণকাজের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার যে প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায়, জনস্বার্থে নির্মাণকে নিছক বাণিজ্যিক কাজ হিসেবে দেখা হত না। নির্মাণের গুণমান ও স্থায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা। একটি স্থাপনা শুধু সমকালীন মানুষের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও দায়বদ্ধ;এই উপলব্ধি ছিল সেই নির্মাণদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ক্ষমতার মেরুকরণের বিশ্বে ভারতের কূটনৈতিক ভারসাম্য, মোদি জমানায় 'ধর্ম কূটনীতি'র নতুন ব্যাখ্যা

রাজীব ডেকা

ওয়াশিংটন, বেজিং ও মস্কোর মধ্যে বদলে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সমীকরণ। একদিকে কোয়াড, অন্যদিকে ব্রিকস ও সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় সক্রিয় ভারত। কোনও একটি শক্তিশিবিরের অনুগত না হয়ে জাতীয় স্বার্থ, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং নৈতিক দায়িত্বের সমন্বয়ে বিদেশনীতি পরিচালনাই নয়াদিল্লির লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক কূটনীতি কোনও স্থির সমীকরণ নয়। সময়, পরিস্থিতি, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রগুলির বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব ও বিরোধিতার চরিত্রও বদলে যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বহুল প্রচলিত একটি নীতি হল, রাষ্ট্রের স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কিছু নেই, স্থায়ী বিষয় হল জাতীয় স্বার্থ। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় এই ধারণার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের বিদেশনীতি সেই বাস্তবতাকেই সামনে রেখে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, বহুমুখী অংশীদারিত্ব এবং তথাকথিত 'ধর্ম কূটনীতি'র এক নতুন সমন্বয় তৈরি করতে চাইছে।

২০২৬ সালের নভেম্বরের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এই পরিবর্তিত বাস্তবতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ৪৯তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন ঘিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অংশগ্রহণ, আসিয়ান-ভারত সম্মেলন এবং পূর্ব এশিয়া সম্মেলন আঞ্চলিক কূটনীতিতে ভারতের সক্রিয় ভূমিকার ইঙ্গিত দিচ্ছে। একই সময়ে ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে গঠিত কোয়াডের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূরাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করছে। চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় এই চার দেশের সহযোগিতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণ এখানেই জটিল। একদিকে চিনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারত ও আমেরিকা কোয়াডের মাধ্যমে সহযোগিতা জোরদার করছে, অন্যদিকে একই সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের শেনঝেনে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক মহলে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। ওয়াশিংটন, বেজিং ও মস্কোর মধ্যে সম্ভাব্য নতুন সমীকরণ বিশ্বক্ষমতার ভারসাম্যে কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।

এই পরিস্থিতির তাৎপর্য হল, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও জোটই চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা দেয় না। কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রগুলি আলোচনার টেবিলে বসতে পারে, অভিন্ন স্বার্থে সহযোগিতা করতে পারে। ফলে কোনও একটি দেশের সঙ্গে সামরিক বা কৌশলগত অংশীদারিত্ব থাকলেই অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না।

ভারতের বিদেশনীতি এই বাস্তবতার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সহযোগিতা বজায় রেখেও আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক সম্প্রসারণ করছে নয়াদিল্লি। আবার চিনের সঙ্গে সীমান্ত ও ভূরাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ব্রিকস এবং সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চে অংশ নিচ্ছে ভারত। একই সঙ্গে কোয়াডের মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করছে।

প্রথম দৃষ্টিতে এই অবস্থানকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতের কাছে এটি আসলে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনেরই বহিঃপ্রকাশ। কোনও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র বা জোটের বিদেশনীতি অনুসরণ করে চলার পরিবর্তে নিজের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চাইছে ভারত। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের চাহিদা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা;প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই কারণেই একাধিক শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের কাছে কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তা।

এই বহুমুখী কূটনীতির সঙ্গে ভারতের সভ্যতাগত দর্শনেরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম'; অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার;এই প্রাচীন ভাবনাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরছে ভারত। এর অর্থ অবশ্য জাতীয় নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপস করা নয়। বরং মতপার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আলোচনা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সম্মান এবং সহযোগিতার পথ খোলা রাখার দর্শনই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রেক্ষাপটেই মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদের বিদেশনীতি ব্যাখ্যা করতে 'ধর্ম কূটনীতি' বা Dharma Diplomacy ধারণাটি সামনে আসছে। এখানে ধর্ম বলতে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয় বা বিশ্বাসকে বোঝানো হচ্ছে না। বরং ন্যায়, দায়িত্ববোধ, ভারসাম্য, নৈতিক আচরণ এবং বৃহত্তর মানবিক স্বার্থের ধারণাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করার একটি দার্শনিক প্রয়াস হিসেবে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ভারতের বিদেশনীতির বাস্তব ভিত্তি, আর ধর্ম কূটনীতি তার নৈতিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের চেষ্টা। উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ তুলে ধরা, রাষ্ট্রসংঘ-সহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের দাবি, মানবিক সহায়তা এবং একাধিক বহুপাক্ষিক মঞ্চে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ;এই নীতির বিভিন্ন দিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তবে এই দর্শনের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করবে ঘোষিত নীতি ও বাস্তব কূটনৈতিক আচরণের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে তার ওপর। শুধু নৈতিকতার কথা বললেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জাতীয় স্বার্থ, মানবিক দায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার বাস্তব পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে ভারতকে।

চ্যালেঞ্জও কম নয়। চিনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব, আমেরিকার পরিবর্তনশীল জোটনীতি, রাশিয়ার নিজস্ব কৌশলগত অবস্থান এবং পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা ভারতের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তকে আরও জটিল করে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে বহুমুখী অংশীদারিত্ব বজায় রাখতে হলে শুধু কূটনৈতিক তৎপরতা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন শক্তিশালী অর্থনীতি, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান।

জওহরলাল নেহরুর জমানার জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে নরেন্দ্র মোদির আমলের বহুমুখী কূটনীতি;ভারতের বিদেশনীতির এই বিবর্তন আসলে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার কাঠামোয় পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। আগে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশিবিরের বাইরে থেকে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখাই ছিল মূল লক্ষ্য, এখন সেখানে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেও নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চলছে।

আজকের বিশ্বে গতকালের প্রতিপক্ষ আগামী দিনের আলোচনাসঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। আবার দীর্ঘদিনের অংশীদারের সঙ্গেও স্বার্থের সংঘাত তৈরি হতে পারে। তাই ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য নির্ভর করবে কোনও একটি শিবির বেছে নেওয়ার ওপর নয়, বরং সব পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেও নিজের জাতীয় স্বার্থ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কতটা সুরক্ষিত রাখা যাচ্ছে তার ওপর।

সিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে বৈঠকের সম্ভাবনা, অরুণাচলে অমিত শাহ

উন্নয়ন ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার কথা

ইটানগর : অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্পকে ঘিরে আলোচনার সম্ভাবনার মধ্যেই দু'দিনের সফরে ইটানগরে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার রাতে তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সফরে দুটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে শাহের। প্রথমটি বান্দেরদেওয়ার পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে এবং দ্বিতীয়টি ইটানগরের আইজি পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। দায়িত্ব পালনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পুলিশকর্মীদের হাতে পদকও তুলে দেবেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু আগেই শাহের সফরের কথা জানিয়ে বলেছিলেন, রাজ্যের উন্নয়নগত



অগ্রাধিকার, বিভিন্ন সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ তৈরি হবে এই সফরে।

রাজ্য সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে শাহের একটি বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বহু আলোচিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও তাঁর আলোচনার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে বৈঠকের নির্দিষ্ট বিষয়সূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

অন্যদিকে, সফর ঘিরে রাজধানী ইটানগরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। সিআরপিএফ ও আইটিবিপির অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে রাজধানী পর্যন্ত যাতায়াতের পথ এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কগুলিতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

শাহের সফরের আগে শহরের একাধিক এলাকায় রাস্তা মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে। প্রশাসনের প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়িতে স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে রাজ্য প্রশাসন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

১০ কাঠা জমি ঘিরে শিলচর কংগ্রেসে আইনি সংঘাত, সজ্জল আচার্যের বিরুদ্ধে থানায় অভিজিৎ পাল

শিলচর : ১০ কাঠা জমির কথিত হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে শিলচর জেলা কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিবাদ এবার আইনি লড়াইয়ে গড়াল। কংগ্রেস নেতা সজ্জল আচার্যের বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দলের আর এক নেতা অভিজিৎ পাল। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলাও করেছেন অভিজিৎ। ফলে জমি-বিতর্ক ঘিরে স্থানীয় কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা পেয়েছে।

বিতর্কের সূত্রপাত গত ২৬ অক্টোবর। সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ ওঠে, সজ্জল আচার্য ১০ কাঠা জমি জয়কুমার সাহা নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছেন। বিষয়টি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের নজরে এলে ওই রাতেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ সজ্জল আচার্যকে তলব করেন বলে জানা গিয়েছে।

এর দু'দিন পর, ২৮ অক্টোবর সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন সজ্জল। তাঁর দাবি ছিল, জমি কেনাবেচার ঘটনায় অভিজিৎ পালকে জড়িয়ে তাঁকে দায়ী করে পরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে।

এদিকে জমির লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য জানতে চার কংগ্রেস কর্মী শিলচর সেটেলমেন্ট অফিসে আপত্তি জানান। জমির নথিপত্রের বিস্তারিত জানতে তথ্যের অধিকার আইনেও আবেদন করা হয়।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে অভিজিৎ পাল দাবি করেন, গত ১৮ নভেম্বর পাওয়া আরটিআইয়ের জবাবে জমি সংক্রান্ত নথিতে সজ্জল আচার্যের স্বাক্ষর থাকার বিষয়টি সামনে এসেছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্কের সুবাদে ওই স্বাক্ষর তিনি চিনতে পেরেছেন বলেও দাবি করেন অভিজিৎ।

তাঁর আরও অভিযোগ, আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে ওই ১০ কাঠা জমি হস্তান্তরের জন্য অনাপত্তি শংসাপত্র বা এনওসি চেয়ে আবেদন করেছিলেন সজ্জল। বিষয়টির প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্যই তিনি আইনি পদক্ষেপ করেছেন বলে জানান অভিজিৎ।

এই ঘটনায় জয়কুমার সাহা এবং আইনজীবী পরেশ দাসকেও তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি। আরটিআইয়ের মাধ্যমে পাওয়া একাধিক নথি ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান অভিজিৎ। তদন্তে সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

কালাইনছড়ায় ট্রাক থেকে ৫১১ বস্তা ইউরিয়া সার উদ্ধার, গ্রেফতার ২



শিলচর : কাছাড় জেলার কালাইনছড়ায় নাকা তল্লাশির সময় একটি ট্রাক থেকে ৫১১ বস্তা ইউরিয়া সার উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় দিনেশ রায় ও সুকুমার মণ্ডল নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালাইনছড়া এলাকায় নিয়মিত নাকা তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহজনক একটি ট্রাক আটক করা হয়। পরে ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইউরিয়া সার উদ্ধার হয়। মোট ৫১১ বস্তা সার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সার পরিবহণের বৈধ নথিপত্র এবং চালানের উৎস নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় ট্রাকে থাকা দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, কৃষিকাজের জন্য বরাদ্দ ইউরিয়া সার নির্ধারিত বণ্টন ব্যবস্থার বাইরে সরিয়ে কালোবাজারে বিক্রির চেষ্টা চলছিল। তবে উদ্ধার হওয়া সারের প্রকৃত উৎস, কোথা থেকে সেগুলি আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ঘটনার পিছনে কোনও বৃহত্তর সার পাচার বা কালোবাজারি চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি পরিবহণ সংক্রান্ত নথিপত্রও পরীক্ষা করা হচ্ছে। সারের সরবরাহকারী এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

অসমে স্বাস্থ্যখরচের ৫৯.৫ শতাংশ বহন করছে সরকার, দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বর

২১টি রাজ্যের মধ্যে সরকারি অর্থায়নে তৃতীয় স্থানে অসম

গুয়াহাটি : চিকিৎসার খরচ মেটাতে সাধারণ মানুষের আর্থিক চাপ কমেছে বলে দাবি করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের ৫৯.৫ শতাংশ এখন বহন করছে সরকার। অন্যদিকে, চিকিৎসার জন্য পরিবারগুলিকে নিজেদের পকেট থেকে খরচ করতে হচ্ছে মোট ব্যয়ের ৩৪.৮ শতাংশ।

২০ নভেম্বর সামাজিক মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাব বা ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান তুলে ধরে এই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সরকারি অর্থায়নের নিরিখে ২১টি রাজ্যের মধ্যে অসমের অবস্থান তৃতীয়।

হিমন্তবিশ্ব শর্মার দাবি, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি অর্থায়ন বাড়ার ফলে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিবারগুলির উপর নির্ভরতা কমেছে। তাঁর বক্তব্য, সর্বশেষ জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাবের পরিসংখ্যান রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ ও আর্থিক সহায়তার প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অসমে চিকিৎসার মোট ব্যয়ের ৩৪.৮ শতাংশ সরাসরি বহন করছেন রোগী ও তাঁদের



পরিবার। জাতীয় ক্ষেত্রে এই হার ৪২.৭ শতাংশ। অর্থাৎ, জাতীয় গড়ের তুলনায় অসমে নিজস্ব পকেট থেকে চিকিৎসার খরচ মেটানোর অনুপাত কম। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি পরিবারের সরাসরি ব্যয়ের এই পরিসংখ্যান রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার আর্থিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছে।

তবে সরকারি অর্থায়নের অনুপাত বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসার প্রকৃত খরচ কমার বিষয়টি এক নয়। স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমান, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ, ওষুধের প্রাপ্যতা এবং চিকিৎসার জন্য পরিবারের প্রকৃত ব্যয়ের মতো বিষয়গুলিও এই মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ।

গাড়ি বিক্রির জাল হলফনামা, ত্রিপুরায় ব্যক্তির ১০ বছরের কারাদণ্ড

প্রতারণা ও ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন-সহ একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত সুমন নাথ

আগরতলা : গাড়ি বিক্রির নামে জাল হলফনামা তৈরি করে প্রতারণা এবং ভয় দেখানোর ঘটনায় এক ব্যক্তিকে মোট ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার আদালত। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির নাম সুমন নাথ। তিনি সাবরুম থানার অন্তর্গত রমেন্দ্রনগরের বাসিন্দা।



সাবরুমের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক ২০২৬ সালের ক্রিমিনাল আপিল মামলা নম্বর ০১/২০২৬-এর শুনানি শেষে এই সাজা ঘোষণা করেন।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ত্রিপুরার এক নোটারির সামনে একটি হলফনামা তৈরি করেন সুমন নাথ। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, টিআর-০৮-১৮৮০ নম্বরের একটি গাড়ি বিধান দে নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়েছে।

কিন্তু সাবরুম থানার মাধ্যমে ওই হলফনামার প্রতিলিপি পাওয়ার পর বিধান দে গাড়িটি কেনার কথা অস্বীকার করেন। তাঁর অভিযোগ, জাল নথি ব্যবহার করে তাঁকে প্রতারণা করা হয়েছে এবং ভয়ভীতিও দেখানো হয়েছে।

এরপর ২০২১ সালের ১ অক্টোবর সাবরুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ও ৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর প্রবল দেব ২০২২ সালের ২৯ জানুয়ারি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেন।

আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৯ ধারায় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছ'মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০০ ধারাতেও তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। এই জরিমানা না দিলে অতিরিক্ত ছ'মাস কারাবাস করতে হবে।

এ ছাড়াও ৪১৭ ধারায় এক বছরের এবং ৫০৬ ধারায় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। জাল হলফনামার মাধ্যমে গাড়ি বিক্রির দাবি তুলে প্রতারণা এবং অভিযোগকারীকে ভয় দেখানোর ঘটনায় এই রায় দিয়েছে আদালত।

পান্নুনকে খুনের ষড়যন্ত্র, নিখিল গুপ্তকে ১৯ বছরের সাজা মার্কিন আদালতের



নিউ ইয়র্ক : খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলায় ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তকে ১৯ বছর সাত মাসের কারাদণ্ড দিল আমেরিকার আদালত। শুক্রবার প্রায় ৮০ মিনিটের শুনানির পর নিউ ইয়র্কের আদালত তাঁকে ২৩৫ মাসের সাজা শোনায়। নিখিলের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জন্য ১২ বছরের কারাদণ্ডের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালত সেই আর্জি খারিজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি মেয়াদের সাজা ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আমেরিকার মাটিতে পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে নিখিলের বিরুদ্ধে। ওই বছরের জুন মাসে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে মার্কিন তদন্তকারীরা তাঁকে গ্রেফতার করে আমেরিকায় নিয়ে যান। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ২০২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নিজের অপরাধ স্বীকার করেন নিখিল। এরপর থেকেই তাঁর সাজা ঘোষণার অপেক্ষা চলছিল।

সাজা ঘোষণার আগে নিউ ইয়র্কের জেলা আদালতের বিচারক ভিক্টর মারেরোর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন নিখিল। সেখানে ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ দায় নিজের কাঁধে নিয়ে তিনি দাবি করেন, পান্নুনকে হত্যার পরিকল্পনায় তিনি একাই জড়িত ছিলেন। নিজের অতীত আচরণের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে চিঠিতে লেখেন, ২০২৩ সালে ফিরে গিয়ে ভুলগুলি শুধরে নেওয়ার সুযোগ পেলে ভালো হত। সেই সময় মানসিকভাবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন বলেও দাবি করেন। চিঠিতে নিজের মদ্যপানের আসক্তি এবং ব্যক্তিগত জীবনের টানাপড়েনের কথাও উল্লেখ করেছেন নিখিল। তাঁর দাবি, গ্রেফতারের পর হাজতবাসের প্রথম দিকে মানসিক অবস্থা এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে একাধিকবার আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁকার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি।

চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন, ২০২৩ সালের গোড়ায় বাইরে থেকে তাঁকে স্বাভাবিক মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তিনি ভেঙে পড়ছিলেন। নিজের সেই সময়কার আচরণকে এখন আর চিনতে পারেন না বলেও জানিয়েছেন। অতীতের সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা জানিয়ে বিচারকের কাছে পরিস্থিতি বিবেচনার আবেদন করেছিলেন তিনি। তবে এই ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি সাজা কমানোর পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি।

নিখিলের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, তাঁর মক্কেলের মানসিক অবস্থা, অনুশোচনা এবং ব্যক্তিগত পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হোক। কিন্তু আদালত সেই আবেদন মেনে নেয়নি। পরিবর্তে ২৩৫ মাসের কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে, যা প্রায় ১৯ বছর সাত মাস।

পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই মামলাটি আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিশোধের রাজনীতি, নড়াইলে ২০০ বাড়িতে আগুন! আক্রান্ত সংখ্যালঘুরাও



ঢাকা : বাংলাদেশে ফের রাজনৈতিক হিংসার আগুন। আওয়ামি লিগের বিক্ষোভ ও পালটা হামলাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে একাধিক এলাকা। এর মধ্যেই নড়াইল জেলায় সংখ্যালঘু পরিবার এবং আওয়ামি লিগের নেতাকর্মীদের প্রায় ২০০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে বিএনপির বিরুদ্ধে। হামলায় বেশ কয়েকজন হিন্দু ও আওয়ামি লিগের কর্মীর মৃত্যুরও দাবি করেছে বিভিন্ন সূত্র। যদিও হতাহতের নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়। পরপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় মোটরবাইক মিছিল বের করে বিএনপি। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করে আওয়ামি লিগের কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় প্রাণ হারান দুই বিএনপি নেতা। এরই পালটা হিসেবে শুক্রবার রাতে নড়াইলের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিএনপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। আওয়ামি লিগের নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সংখ্যালঘু পরিবারগুলিকেও নিশানা করা হয় বলে অভিযোগ। বহু বাড়ি ভাঙচুরের পর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। নড়াইল-১ আসনের প্রাক্তন সাংসদ কবিরুল হক মুক্তির বাড়িতেও হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

উল্লেখ্য, আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণা করেছেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সম্প্রতি দেশজুড়ে তৎপরতা বাড়িয়েছে আওয়ামি লিগ। বিভিন্ন এলাকায় কর্মসূচির পাশাপাশি ঢাকা-সহ একাধিক জায়গায় হামলা, বাসে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। বিশেষত, আওয়ামি লিগের শক্ত ঘাঁটি গোপালগঞ্জে দলীয় কর্মীদের সক্রিয়তা বেড়েছে। সেখানে একাধিক থানায় অগ্নিসংযোগ এবং হাসপাতালেও হামলার অভিযোগ উঠেছে।

সোনিয়াকে নিয়ে নিশিকান্তের বিস্ফোরক অভিযোগ, নিশানায় ইন্দিরাও

নয়াদিল্লি : গান্ধী পরিবারকে নিশানা করে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর দাবি, বিদেশি নাগরিক থাকাকালীনই সোনিয়া গান্ধীকে মারুতি টেকনিক্যাল সার্ভিসেসের ৫০ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা এবং সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছিল। এতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সাহায্য করেছিলেন বলেও অভিযোগ তাঁর। নিশিকান্তের আরও দাবি, নিয়মবিরুদ্ধভাবে মারুতিকে গাড়ি তৈরির অনুমতি ও হরিয়ানায় জমি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঞ্জয় গান্ধীর বিদেশ সফরের খরচও সরকারি অর্থে মেটানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। বুধবার গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের ধারাবাহিকতায় ২৫০তম প্রশ্ন তুলে সোনিয়ার কাছে এ বিষয়ে জবাব চেয়েছেন বিজেপি সাংসদ।

বিজেপিকে ল্যাং মেরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট শিণ্ডের শিব সেনার!



মুম্বই : একের পর এক নির্বাচনী ধাক্কায় মহারাষ্ট্রে ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছে বিজেপির। রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নিজের জোটসঙ্গীদের কাছ থেকেই বড়সড় রাজনৈতিক ধাক্কা খেল গেরুয়া শিবির। মহারাষ্ট্রের সাংলি ও সাতারা জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে বিজেপিকে একঘরে করে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলাল একনাথ শিণ্ডের শিবসেনা এবং অজিত পওয়ারের এনসিপি। দুই সমবায় ব্যাঙ্কেই বিজেপিকে ক্ষমতার বাইরে রাখার ঘটনায় মহারাষ্ট্রের শাসক মহাজুটির অভ্যন্তরীণ সংঘাত নতুন করে প্রকাশ্যে এসেছে।

সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক দুগ্ধ সমবায় ও সমবায় ব্যাঙ্কে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বৃহত্তম গোকুল দুগ্ধ সমবায়ের নির্বাচনে পরাজয়ের পরও কৌশলে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। কিন্তু সাংলি ও সাতারা জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সেই কৌশল কাজে আসেনি।

সাংলি জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের ২১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ছয়টি, শরদ পওয়ারের এনসিপি পাঁচটি, বিজেপি পাঁচটি এবং শিণ্ডে শিবসেনা দুটি আসন। বাকি আসনগুলির সমীকরণের মধ্যেই বোর্ড গঠনের লড়াইয়ে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায় শিণ্ডে শিবসেনার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। ফলে বিরোধীদের সমর্থনে বোর্ড গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। সাতারা জেলা সমবায় ব্যাঙ্কেও বিজেপিকে একইভাবে কোণঠাসা করা হয়েছে। সেখানে ২১ জন পরিচালকের মধ্যে বিজেপির নয়জন, অজিত পওয়ারের এনসিপির আটজন এবং শিণ্ডে শিবসেনার চারজন প্রতিনিধি রয়েছেন। এই ব্যাঙ্কে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে এনসিপি ও শিবসেনা একজোট হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, নির্বাচনে বিজেপি ও শিণ্ডে শিবসেনা একসঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অথচ বোর্ড গঠনের সময় সেই জোটের শরিকরাই বিজেপির বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনা মহারাষ্ট্রের শাসক মহাজুটির অভ্যন্তরীণ টানাপড়েনেরই প্রতিফলন। বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি, শিণ্ডে শিবসেনা ও অজিত পওয়ারের এনসিপির মধ্যে আসন বণ্টন, ক্ষমতার ভাগ এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে।

সম্প্রতি বিধান পরিষদ নির্বাচন ঘিরেও শাসক শিবিরের শরিকদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছিল। নির্বাচনী ধাক্কার পর বিজেপি ও শিবসেনা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগও তুলেছিল। এবার সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা দখল নিয়ে শরিকদের পৃথক অবস্থান সেই সংঘাতকে আরও উসকে দিল।

৪,২৮০ কোটি টাকার সেতুর নাম 'নীতীশ সেতু', মোদির উদ্বোধন ঘিরে তেজস্বীর কটাক্ষ



পাটনা : বিহারের বৈশালীতে গঙ্গার উপর নির্মিত ৪,২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ছয় লেনের সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এনডিএ শরিক নীতীশ কুমারের নামে সেতুটির নামকরণ করা হয়েছে 'নীতীশ সেতু'। তবে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের অভিযোগ, সেতু নির্মাণে কেন্দ্রের কোনও অবদান নেই। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি বিহার সরকারের উদ্যোগেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

পাটনার কাচ্চি দরগা থেকে বৈশালীর বিদুপুরকে সংযুক্ত করেছে গঙ্গার উপর নির্মিত ১৯.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই অত্যাধুনিক সেতু। এক্সট্রাডোজড কেবল-স্টেড প্রযুক্তিতে নির্মিত ছয় লেনের সেতুটি ২২ ও ৩২২ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। এর ফলে পাটনা থেকে বিহারের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যাতায়াত আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি-জেডিইউ সরকারের উন্নয়নের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে প্রকল্পটিকে তুলে ধরতে চাইছে শাসক শিবির।

তবে উদ্বোধন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন তেজস্বী। তাঁর দাবি, প্রায় ১৭ মাস আগেই সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ গাড়ি সেতু দিয়ে চলাচলও করেছে। তা হলে নতুন করে উদ্বোধনের প্রয়োজন কী ছিল? শুধু নিজের নাম উদ্বোধনী ফলকে দেখার জন্যই প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

ইয়াল্টার ছায়া পেরিয়ে : ট্রাম্প-পুতিন-শি সমীকরণে ভারতের কৌশলগত চ্যালেঞ্জ

বিশ্বের তিন ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনেতার সম্ভাব্য বৈঠক নতুন আন্তর্জাতিক শক্তিসমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেবল কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখাই নয়, বিশ্বরাজনীতির গতিপথ নির্ধারণেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে ভারতকে।

বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে বড় শক্তিগুলির বৈঠক কখনও নিছক কূটনৈতিক সৌজন্য বিনিময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য, সামরিক ভারসাম্য এবং বিভিন্ন দেশের ভবিষ্যৎ কৌশলগত অবস্থানের উপর। সেই দিক থেকে ১৯ নভেম্বর চিনের শেনঝেনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রস্তাবিত বৈঠক বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। বৈঠকটি বাস্তবে কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সংশয় থাকলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে ভারতের মতো উদীয়মান শক্তির কাছে এই বৈঠক এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বার্তা বহন করছে।

১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা সম্মেলনের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের বৈঠকে যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পাশাপাশি বিশ্বব্যবস্থার নতুন কাঠামো তৈরির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। সেই সম্মেলন ইতিহাসে বড় শক্তিগুলির পারস্পরিক সমঝোতার প্রতীক হয়ে রয়েছে,



যেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছিল।

শেনঝেন বৈঠককে অবশ্য নতুন ইয়াল্টা বলে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা অনেক বেশি জটিল ও বহুমেরুকেন্দ্রিক। আঞ্চলিক শক্তির উত্থান, অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা এবং প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমীকরণ বদলে দিয়েছে। তবু একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যায়; বিশ্বের ভবিষ্যৎ কি কয়েকটি শক্তিধর রাষ্ট্রের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যেই নির্ধারিত হবে? যদি তা-ই হয়, তবে যেসব দেশ সেই আলোচনার অংশ নয়, তাদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা কোথায়? ট্রাম্পের কাছে এই বৈঠক পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক সংঘাত নিয়ে আলোচনার নতুন সুযোগ। পুতিনের কাছে এটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাশিয়ার অপরিহার্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি ক্ষেত্র। অন্যদিকে শি জিনপিংয়ের জন্য নিজের দেশে এই বৈঠকের আয়োজন চিনের কূটনৈতিক প্রভাব ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের দাবি তুলে ধরার সুযোগ। তবে তিন রাষ্ট্রের স্বার্থ এক নয়। ওয়াশিংটন চিনকে ভবিষ্যতের পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। কিন্তু অনেক বড় পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের অধিকারী যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সঙ্গে একই কাঠামোয় আলোচনায় বসতে বেজিংয়ের আপত্তি রয়েছে। নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎও আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

এই সমীকরণের প্রতিটি পরিবর্তনের দিকে সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন ভারতের। কারণ, ওয়াশিংটন, মস্কো ও বেজিং; তিন রাজধানীর সঙ্গেই ভারতের সম্পর্কের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। রাশিয়া ভারতের দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগী এবং জ্বালানি নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, বাণিজ্য, কৌশলগত সহযোগিতা ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে সম্পর্ক ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। অন্যদিকে চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে বেজিংয়ের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়।

এই তিন সম্পর্ককে কোনও একটি আন্তর্জাতিক শিবিরের পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়ানোর সরল সমীকরণে বিচার করা যায় না। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা। কিন্তু কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের অর্থ সব পক্ষের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রাখা নয়। বরং কোথায় সহযোগিতা প্রয়োজন, কোথায় আপত্তি জানাতে হবে এবং কোথায় জাতীয় স্বার্থে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নেওয়ার ক্ষমতাই প্রকৃত কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন।

বিশেষ করে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাস ভারতের জন্য নতুন সুযোগ ও ঝুঁকি; দুই-ই তৈরি করতে পারে। ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে উত্তেজনা কমলে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাড়বে, যা ভারতের স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু দুই শক্তির মধ্যে কোনও সমঝোতা হলেই যে ভারতের উদ্বেগ ও স্বার্থ বিবেচিত হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে চিনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা ইউরেশিয়ার শক্তিসমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে মস্কোর সঙ্গে ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানো এবং দেশীয় উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানো ভারতের জন্য জরুরি।

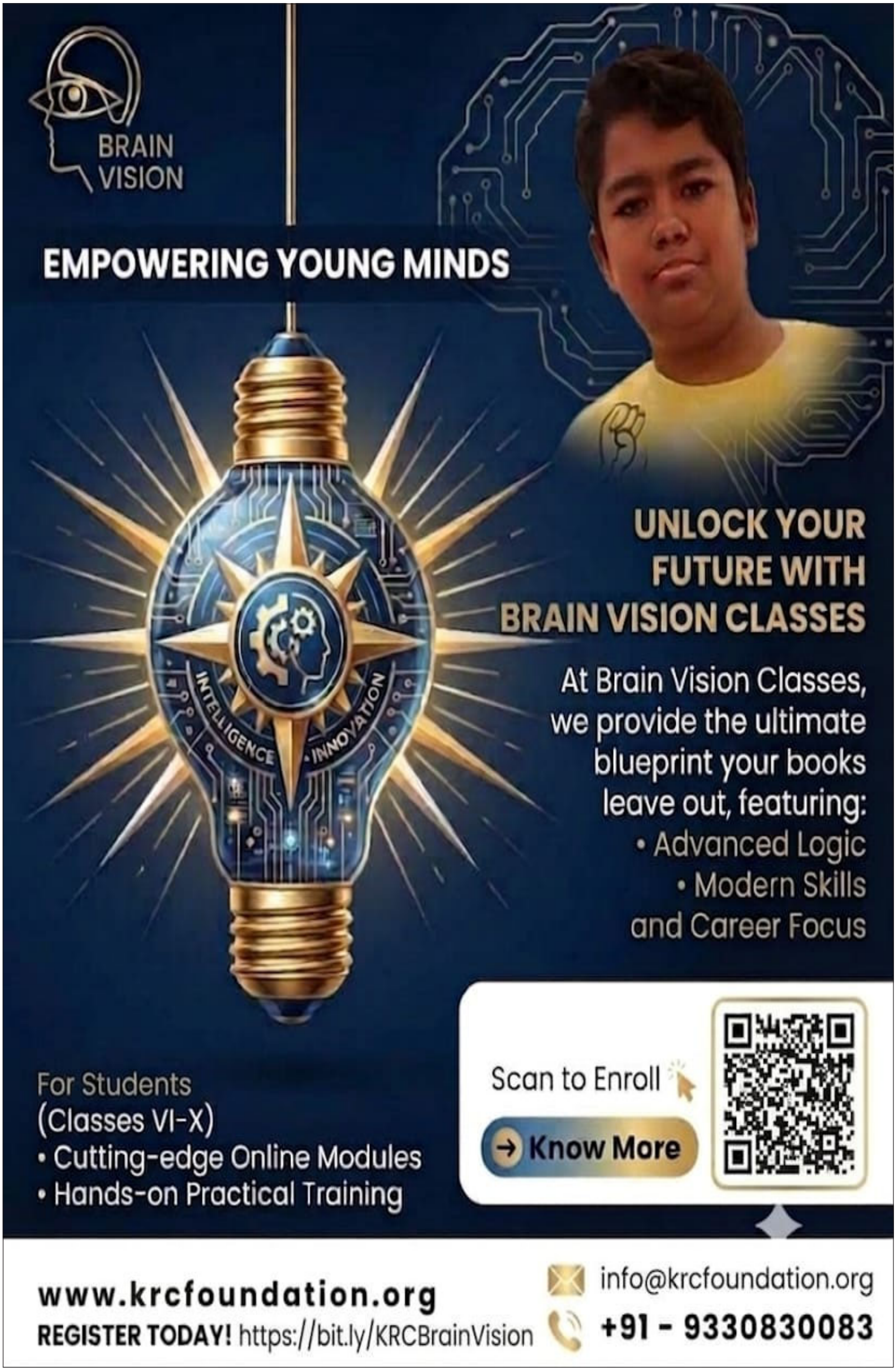
চিনের ক্ষেত্রেও সতর্কতার বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বেজিংয়ের কূটনৈতিক প্রভাব যতই বাড়ুক, তার অর্থ এই নয় যে এশিয়ায় চিনের কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে মেনে নিতে হবে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অমীমাংসিত বিরোধ, ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চলে চিনের প্রভাব বিস্তার এবং ভারত মহাসাগরে তার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি দিল্লির নিরাপত্তা-পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াশিংটন ও বেজিংয়ের মধ্যে কোনও সমঝোতা হলেও ভারতের স্বার্থ যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষিত হবে, এমন ধারণা বিপজ্জনক।

এই বাস্তবতায় কোয়াড, ব্রিকস এবং সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার মতো ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির সঙ্গে একই সময়ে কাজ করার এই সক্ষমতা ভারতের কূটনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয়। তবে শুধু বিভিন্ন মঞ্চে উপস্থিত থাকাই যথেষ্ট নয়। ভারতের প্রয়োজন এমন প্রভাব তৈরি করা, যাতে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তার অবস্থান উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard